চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—বলগণ্ডি-উদ্যানে প্রভুর প্রেমাবেশ হইলে রাজা-প্রতাপরুদ্রদেব একাকী বৈষ্ণববেশ ধারণপূর্ব্বক ভাগবত-শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর পদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কৃপা করিলেন। ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ সেবন করিলেন। তদনন্তর রথ না চলায়, রাজা অনেক মত্তহস্তী লাগাইয়াও রথ চালাইতে না পারায়, মহাপ্রভু স্বয়ং মাথা দিয়া রথ ঠেলিয়া চালাইলেন ; ভক্তগণ সেই সময় কাছি টানিতে লাগিলেন। গুণ্ডিচার নিকটে আইটোটায় মহাপ্রভুর বিশ্রাম-স্থান হইল। জগন্নাথ সুন্দরাচলে বসিলে মহাপ্রভুর বৃন্দাবনলীলা-স্ফূর্ত্তি হইল। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে গণসহিত প্রভুর জলখেলা হইয়াছিল। নবরাত্র-যাত্রায় মহাপ্রভুর জগন্নাথ-বল্লভে অবস্থিতি এবং পঞ্চমী-দিবসে 'হেরাপঞ্চমী'-লীলা-দর্শনে (শ্রীস্বরূপের সহিত) লক্ষ্মী ও গোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। রাধিকার ভাবের সর্ব্বোৎকর্ষতা শ্রীস্বরূপের মুখ হইতে শুনিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করিলেন। পুনর্যাত্রা-সময়ে কীর্ত্তনাদি হইলে কুলীনগ্রামী রামানন্দ-বসু ও সত্যরাজ-খাঁকে প্রতিবৎসর (শ্রীজগন্নাথের) 'পট্টডোরী' আনিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ্ঞা দিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'হেরা-পঞ্চমী'-দর্শনে নৃত্যকারী গৌরসুন্দর ঃ—

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্ ।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্ণা ননর্ত্ত সঃ ॥ ১ ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌড়ের ভক্তগণ ।
জয় শ্রোতাগণ,—যাঁর গৌর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

প্রভুর বিশ্রামকালে রাজার প্রবেশ ঃ—

এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে ।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥ ৪ ॥

দীন-বৈষ্ণববেশে সর্ব্ববৈষ্ণবের আজ্ঞা লইয়া নিমীলিতনেত্র প্রভুর পাদ-সম্বাহন ঃ—

সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি' রাজবেশ ।
একলা বৈষ্ণব-বেশে করিল প্রবেশ ॥ ৫ ॥
সব-ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড়-হাত হঞা ।
প্রভু-পদ ধরি' পড়ে সাহস করিয়া ॥ ৬ ॥
আঁখি মুদি' প্রেমে প্রভু ভূমিতে শয়ান ।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৭ ॥

রাজার গোপীগীতা পাঠ ঃ—

রাসলীলার শ্লোক পড়ি' করেন স্তবন ।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন ॥ ৮ ॥

প্রভুর সন্তোষ ও শুনিতে আগ্রহ ঃ—

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার ।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার ॥ ৯ ॥

প্রেমাবিষ্ট প্রভুর রাজাকে আলিঙ্গন ঃ—

'তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল ।
উঠি' প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১০ ॥

আপনাকে প্রচুর লাভবান্-জ্ঞানে রাজাকে কৃতজ্ঞতা ঃ—

"তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন ।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিলুঁ আলিঙ্গন ॥" ১১ ॥

উভয়ের অশ্রু ও কম্প ঃ—

এত বলি' সেই শ্লোক পড়ে বার বার ।
দুইজনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার ॥ ১২ ॥

ভগবৎকথামৃত-বিতরণকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৯)—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥১৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করত এবং গোপীদিগের রসোল্লাস শ্রবণ করত হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন।

৮। "জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায়—রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে "গোপীগীতা"—১০ম স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়।

১৩। হে প্রিয়, বহুজন্মের বহুসুকৃতিকারী পুরুষগণ জগতে আসিয়া, তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদিগের জীবন-স্বরূপ, কবিদিগের

অনুভাষ্য

১। সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (স্বপার্ষদগণৈঃ) শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়োৎসবং পশ্যন্ গোপীরসোল্লাসং (গোপীনাং পারকীয়-রসাতিশয্যং) শ্রুত্বা হৃষ্টঃ সন্ প্রেম্ণা (পরময়া প্রীত্যা) ননর্ত্ত।

১৩। রাসক্রীড়াকালে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণৈকপ্রাণা (কৃষ্ণময়ী) গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত কাতরা

অজ্ঞাতসারে রাজাকে আলিঙ্গন ঃ—

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি' করে আলিঙ্গন ।
ইঁহো নাহি জানে,—ইঁহো হয় কোন্ জন ॥ ১৪ ॥

রাজার পূর্ব্ব-সেবাদর্শনে প্রভুর কৃপা ঃ—

পূর্ব্ব-সেবা দেখি' তাঁরে কৃপা উপজিল ।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল ॥ ১৫ ॥

চৈতন্যকৃপায় অধিকার-বিচার বা হেতু নাই ঃ—

এই দেখ, চৈতন্যের কৃপা-মহাবল ।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল ॥ ১৬ ॥

প্রেমাবেশে রাজাকে পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু বলে,—"কে তুমি, করিলা মোর হিত ?
আচম্বিতে আসি' পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ?" ১৭ ॥

রাজার 'কৃষ্ণদাসানুদাস' বলিয়া স্বীয় পরিচয় দান ঃ—

রাজা কহে,—"আমি তোমার দাসের দাস ।
ভৃত্যের ভৃত্য কর,—এই মোর আশ ॥" ১৮ ॥

প্রভুর রাজাকে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল ।
'কারেহ না কহিবে' এই নিষেধ করিল ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বান্তর্যামী প্রভুর বহির্দ্দশায় ভাবাবেশে রাজদর্শন-ঘটনার অপ্রকাশ ঃ—

'রাজা'—হেন জ্ঞান কভু না কৈল প্রকাশ ।
অন্তরে সকল জানেন, বাহিরে উদাস ॥ ২০ ॥

ভক্তগণের রাজভাগ্য-প্রশংসন ঃ—

প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি' ভক্তগণে ।
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে ॥ ২১ ॥

প্রভু ও ভক্তগণকে বন্দনপূর্ব্বক রাজার প্রস্থান ঃ—

দণ্ডবৎ করি' রাজা বাহিরে চলিলা ।
যোড় হস্ত করি' সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ ২২ ॥

সকলের মধ্যাহ্ন-স্নানান্তে বাণীনাথের প্রচুর প্রসাদ আনয়ন ঃ—

মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
বাণীনাথ প্রসাদ লঞা করিল গমন ॥ ২৩ ॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-বাণীনাথে দিয়া ।
প্রসাদ পাঠা'ল রাজা বহুত করিয়া ॥ ২৪ ॥

বিচিত্র প্রসাদ ঃ—

'বলগণ্ডি ভোগে'র প্রসাদ—উত্তম অনন্ত ।
'নি-সকড়ি' প্রসাদ আইল, যার নাহি অন্ত ॥ ২৫ ॥
ছানা, পানা, পৈড়, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল ।
নানাবিধ কদলী, আর বীজ-তাল ॥ ২৬ ॥
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপূর ।
বাদাম, ছোহারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর ॥ ২৭ ॥
মনোহরা, লাড়ু, আদি শতেক প্রকার ।
অমৃতগুটিকা-আদি, ক্ষীর্সা অপার ॥ ২৮ ॥
অমৃতমণ্ডা, সরবতী, আর কুম্ড়া-কুরী ।
রসামৃত, সরভাজা আর সরপুরী ॥ ২৯ ॥
হরিবল্লভ, সেঁওতি, কর্পূর, মালতী ।
ডালি-মরিচ-লাড়ু, নবাত, অমৃতি ॥ ৩০ ॥
পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা, খণ্ডসার ।
বিয়রি, কদ্মা, তিলাখাজার প্রকার ॥ ৩১ ॥
নারঙ্গ-ছোলঙ্গ-আম্র-বৃক্ষের আকার ।
ফুল-ফল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ ৩২ ॥
দধি, দুগ্ধ, ননী, তক্র, রসালা, শিখরিণী ।
স-লবণ, মুদ্গাঙ্কুর, আদা খানি খানি ॥ ৩৩ ॥
লেম্বু-কুল আদি নানাপ্রকার আচার ।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সঙ্গীত, কলুষনাশী, শ্রবণমঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত গান করিয়া থাকেন ।

অনুভাষ্য

হইয়া তন্ময়চিত্তে রাসক্রীড়াস্থল হইতে যমুনাতটে আসিয়া এই সমস্ত গীতে কৃষ্ণের বিবিধ গুণগান করিতেছেন,—

যে জনাঃ ভুবি (সংসারে) তপ্তজীবনং (বিরহতাপক্লিষ্টানাং প্রাণস্বরূপং) কবিভিঃ (কৃষ্ণরসবিদ্ভিঃ) ঈড়িতম্ (আরাধিতং) কল্মষাপহং (বিরহজ্বরদুঃখবিনাশকং) শ্রবণমঙ্গলং (কর্ণরসায়নং) শ্রীমৎ (সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং) তব (হরেঃ) কথামৃতং (সুধাত্মকাং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। নি-সকড়ি—দধি, ক্ষীর, ফল, মূল প্রভৃতি যাহা সখ্ড়ি নয়।

২৬। পৈড়—ডাব (পাঠান্তরে, 'পৈরা'—পয়রা গুড়)।

৩২। চিনিতে প্রস্তুত 'নারঙ্গ', 'ছোলঙ্গ', 'টাবা', 'কমলা' প্রভৃতি নেবু ও আম্রবৃক্ষের আকার ('খেলনা')।

অনুভাষ্য

কথাম্) আততং (বিস্তৃতং) গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি), [তে এব জনাঃ] ভূরিদাঃ (বদান্যবরাঃ)।

১৪। পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইঁহো'-শব্দে মহাপ্রভু ; পরবর্ত্তী ইঁহো-শব্দে রাজা প্রতাপরুদ্র।

প্রসাদ-পাত্রে বহু স্থান আবৃত ঃ—

প্রসাদে পূরিত হইল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৩৫ ॥

জগন্নাথের তৃপ্তিস্মরণে প্রভুর হর্ষ ঃ—

এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ ৩৬ ॥
কেয়াপত্র-দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ-সাত।
এক এক জনে দশ দোনা দিল,—এত পাত ॥ ৩৭ ॥

কীর্ত্তন-শ্রান্ত ভক্তগণকে স্বয়ং ভগবানেরই সেবনাপ্যায়ন ঃ—

কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি' গৌররায়।
তাঁ-সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥ ৩৮ ॥

প্রভু স্বয়ংই পরিবেশন-কর্ত্তা ঃ—

পাঁতি পাঁতি করি' ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥ ৩৯ ॥

প্রভুর অ-ভোজনে সকলেরই ভোজনে অরুচি ঃ—

প্রভু না খাইলে, কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কৈল নিবেদন ॥ ৪০ ॥

ভক্তগণের পক্ষ হইয়া স্বরূপের প্রার্থনা ঃ—

"আপনে বৈস, প্রভু, ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে, কেহ না পারে খাইতে ॥" ৪১ ॥

প্রভুর প্রসাদ-সেবন ঃ—

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৪২ ॥

ভোজনান্তে আচমন, বহুলোকের উদ্বৃত্ত-প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

ভোজন করি' বসিলা প্রভু করি' আচমন।
প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন ॥ ৪৩ ॥

দীন, দুঃখী কাঙ্গালগণের প্রভুকৃপায় প্রসাদপ্রাপ্তি ঃ—

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন-হীন জনে।
দুঃখী কাঙ্গাল আনি' করায় ভোজনে ॥ ৪৪ ॥

গৌরহরির কাঙ্গাল-ভোজন-দর্শন ও হরিকীর্ত্তনোপদেশ ঃ—

কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি' তারে উপদেশ করি ॥ ৪৫ ॥

কাঙ্গালের হরিভক্তি-লাভ ঃ—

'হরিবোল' বলি' কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি' যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ ৪৬ ॥

রথসঞ্চালনে গৌড়গণের অসামর্থ্য ঃ—

ইঁহা জগন্নাথের রথ-চলন-সময়।
গৌড় সব রথ টানে, আগে নাহি যায় ॥ ৪৭ ॥

সপরিকর রাজার ব্যস্তভাবে উপস্থিতি ঃ—

টানিতে না পারে গৌড়, রথ ছাড়ি' দিল।
পাত্র-মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হঞা আইল ॥ ৪৮ ॥

মহামহা-মল্লগণের রথসঞ্চালনে অসামর্থ্য ঃ—

মহামল্লগণে দিল রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ, না পারে টানিতে ॥ ৪৯ ॥
ব্যগ্র হঞা আনে রাজা মত্ত-হাতীগণ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য

২৬-৩৪। গ্রন্থকারের কৃষ্ণ-নৈবেদ্যের বৈচিত্র্য-বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে।

২৬। বীজতাল—তালশাঁস।

২৭। নারঙ্গাদি সবগুলিই নেবুজাতীয় ফল ; বীজপূর—মাতুলুঙ্গ, বেদানা বা ডালিম, অথবা টাবা নেবু (?) ; ছোহারা—শুষ্ক খর্জ্জুর, খুর্ম্মা ; দ্রাক্ষা—আঙ্গুর।

২৮। মনোহরা—সন্দেশবিশেষ ; ক্ষীর্‌সা—পূর্ব্ববঙ্গে চলিত ভাষায় 'ক্ষীর'ই ক্ষীর্‌সা-নামে কথিত।

২৯। পাঠান্তরে 'অমৃতভণ্ডা'—পেঁপে ; সরবতী—উৎকৃষ্ট নেবুবিশেষ ; সরভাজা ও সরপুরী—নদীয়া-জিলায় কৃষ্ণনগর অঞ্চলেই বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়।

৩০। হরিবল্লভ—ঘৃতপক্ক রোটিকাবিশেষ (?) সেঁওতি—সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ ; কর্পূর—পুষ্পবিশেষ (?) ; ডাল-মরিচ-লাড়ু—মুগের নাড়ু (?) ; নবাত—চিনির রসে পক্ক মিষ্টান্ন-দ্রব্য-বিশেষ ; অমৃতি—'জিলিপি'-জাতীয় ঘৃতপক্ক মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ (পূর্ব্ববঙ্গেই বিশেষ প্রস্তুত হয়)।

৩১। চন্দ্রকান্তি—কলাইর ডালে প্রস্তুত সরুচাক্‌লি, বা চন্দ্রাকৃতি ফুলবড়ি ; বিয়রি—বিরণধান্যের চাউল-ভাজার চাক; কদ্মা—চূর্ণ তণ্ডুলে চিনির রসে প্রস্তুত অতিকঠিন সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টদ্রব্যবিশেষ ; তিলেখাজা—খাজার সহিত ঘৃত-ভর্জ্জিত তিল-সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টদ্রব্যবিশেষ।

৩৩। তক্র—ঘোল ; রসালা—সরবৎ, পানা ; খানি-খানি—কুচি কুচি, টুক্‌রা।

৩৪। নেবুর আচার ও কুলের আচার ; পূর্ব্ববঙ্গে চলিত-ভাষায় 'নেবু'-শব্দ লেম্বু-নামে কথিত।

৩৭। কেয়াপত্র দ্রোণী—কেতকীবৃক্ষের পত্রে নির্ম্মিত ডোঙ্গা ; দোনা—ঠোঙ্গা।

৩৯। পাঁতি—শ্রেণীবদ্ধ।

৪৩। উবরিল—উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত হইল।

মত্ত-হস্তীগণ টানে, যত তার বল ।
এক পদ না চলে রথ, হইল অচল ॥ ৫১ ॥

সগণ প্রভুর রথসঞ্চালন-চেষ্টা-দর্শন ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা ।
মত্তহস্তী রথ টানে,—দেখে দাণ্ডাঞা ॥ ৫২ ॥

হস্তিদ্বারাও রথসঞ্চালন না দেখিয়া সকলের হাহাকার ঃ—

অঙ্কুশের ঘায় হস্তী করয়ে চিৎকার ।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ॥ ৫৩ ॥

নিজগণকে রথচালনে নিয়োগ ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল ।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর রথসহ মস্তকস্পর্শমাত্র রথের-চলন ঃ—

আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ।
হড়্ হড়্ করি' রথ চলিল ধাইয়া ॥ ৫৫ ॥

অনায়াসে রথের গমন ঃ—

ভক্তগণ কাছি হাতে করি' মাত্র ধায় ।
আপনে চলিল রথ, টানিতে না পায় ॥ ৫৬ ॥

হর্ষবশতঃ সকলের জয়ধ্বনি ঃ—

আনন্দে করয়ে লোক 'জয়' 'জয়'-ধ্বনি ।
'জয় জগন্নাথ' বই আর নাহি শুনি ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর প্রভাবে রথের গুণ্ডিচা-গমন ঃ—

নিমেষে ত' গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার ।
চৈতন্য-প্রতাপ দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ৫৮ ॥

লোকের প্রভু-জয়ধ্বনি ঃ—

'জয় গৌরচন্দ্র', 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
এইমত কোলাহল লোকে করে ধন্য ॥ ৫৯ ॥

প্রভু-মাহাত্ম্য-দর্শনে রাজার প্রেমাবেশ ঃ—

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র-সঙ্গে ।
প্রভুর মহিমা দেখি' প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ ৬০ ॥

জগন্নাথের পাহাণ্ডি ঃ—

পাণ্ডুবিজয় তবে করে সেবকগণে ।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ-সিংহাসনে ॥ ৬১ ॥

সুভদ্রা-বলরামের পাহাণ্ডি, জগন্নাথের স্নানভোগ ঃ—

সুভদ্রা-বলরাম নিজ-সিংহাসনে আইলা ।
জগন্নাথের স্নানভোগ হইতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

অঙ্গনে প্রভুর ভক্তগণসহ কীর্ত্তন ঃ—

আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ।
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর প্রেমে সকলেই পাগল ঃ—

আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল ।
দেখি' সব লোক প্রেম-সাগরে ভাসিল ॥ ৬৪ ॥

সন্ধ্যারতি-দর্শন ও আইটোটায় বিশ্রাম ঃ—

নৃত্য করি' সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল ।
আইটোটা আসি' প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈতাদি ৯ জনের নবরাত্র-যাত্রার ৯ দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল ।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ॥ ৬৬ ॥

চাতুর্ম্মাস্যে প্রতি ভক্তের এক এক দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যে যত দিন ।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন ॥ ৬৭ ॥

অন্যান্য ভক্তের প্রভু-নিমন্ত্রণ-সৌভাগ্যাভাব ঃ—

চারি মাসের দিন মুখ্যভক্ত বাঁটি' নিল ।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥ ৬৮ ॥

অগত্যা ২/৩ জনের একত্রে এক এক দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

এক দিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিনে মিলি' ।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥ ৬৯ ॥

প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক জগন্নাথ-দর্শনান্তে সগণে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ঃ—

প্রাতঃকালে স্নান করি' দেখি' জগন্নাথ ।
সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করে ভক্তগণ সাথ ॥ ৭০ ॥

নিতাই-অদ্বৈতাদির নর্ত্তন, গুণ্ডিচায় তিনবেলা কীর্ত্তন ঃ—

কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে ।
কভু হরিদাসে নাচায়, কভু অচ্যুতানন্দে ॥ ৭১ ॥
কভু বক্রেশ্বরে, কভু আর ভক্তগণে ।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫। আইটোটা—গুণ্ডিচার নিকটে একটী উদ্যানবিশেষ।

৬৬। গৌড় হইতে অদ্বৈতাদি যে-সকল ভক্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুকে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন। গুণ্ডিচা-বাটীতে নয় দিন উৎসব হয়,—ইহার নাম 'নবরাত্র'-যাত্রা ; সেই নবদিবস প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত আইটোটাতে বাসা ল'ন। অদ্বৈতাদি প্রধান প্রধান নয়জন ভক্ত ঐ নয়দিবস প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আর আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যের এক এক দিন করিয়া বাঁটিয়া লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণের ব্রজাগমন ও শ্রীরাধাসহ মিলনে তদ্দাসী-গোপী-অভিমানী প্রভুর আনন্দ ঃ—

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥ ৭৩ ॥
রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা—এই হৈল জ্ঞানে ।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥ ৭৪ ॥

ভক্তগণসঙ্গে প্রভুর বিবিধ-জলকেলি ঃ—

নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা ।
'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-সরোবরে করে জলখেলা ॥ ৭৫ ॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া ।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥ ৭৬ ॥
কভু এক মণ্ডল, কভু অনেক মণ্ডল ।
জলমণ্ডূক-বাদ্যে সবে বাজায় করতল ॥ ৭৭ ॥

দুই জন করিয়া ভক্তগণ-মধ্যে জলকেলি ও প্রভুর তদ্দর্শন ঃ—

দুই-দুই জনে মেলি' করে জল-রণ ।
কেহ হারে, কেহ জিনে—প্রভু করে দরশন ॥ ৭৮ ॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দে জল-ফেলাফেলি ।
আচার্য্য হারিয়া, পাছে করে গালাগালি ॥ ৭৯ ॥
বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে ।
গুপ্ত-দত্তে জলকেলি করে দুই জনে ॥ ৮০ ॥
শ্রীবাস-সহিত জল খেলে গদাধর ।
রাঘব-পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥ ৮১ ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে খেলে রামানন্দ-রায় ।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার, হৈল শিশুপ্রায় ॥ ৮২ ॥

গোপীনাথকে সার্ব্বভৌম ও রায়ের চাপল্য ত্যাগ করাইতে আজ্ঞা ঃ—

মহাপ্রভু তাঁ দোঁহার চাপল্য দেখিয়া ।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥ ৮৩ ॥
"পণ্ডিত, গম্ভীর দুঁহে—প্রামাণিক জন ।
বাল-চাঞ্চল্য করে, করাহ বর্জ্জন ॥" ৮৪ ॥

গোপীনাথের প্রভু-কৃপা-মহিমা-বর্ণন ঃ—

গোপীনাথ কহে,—"তোমার কৃপা-মহাসিন্ধু ।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা ।
এই দুই—গণ্ড-শৈল, ইহার কা কথা ॥ ৮৬ ॥

প্রভু-কৃপায় শুষ্কজ্ঞানী সার্ব্বভৌমও এক্ষণে কৃষ্ণসেবা-রসে রসিক ঃ—

শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যাঁর ।
তাঁরে লীলামৃত পিয়াও,—এ কৃপা তোমার ॥" ৮৭ ॥

ভাসমান অদ্বৈতের 'শেষ' এবং প্রভুর 'শেষশায়ী' লীলা-প্রকাশ ঃ—

হাসি' মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল ।
জলের উপরে তাঁরে শেষ-শয্যা কৈল ॥ ৮৮ ॥
আপনে তাঁহার উপর করিল শয়ন ।
'শেষশায়ী-লীলা' প্রভু কৈল প্রকটন ॥ ৮৯ ॥
অদ্বৈত নিজ-শক্তি প্রকট করিয়া ।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥ ৯০ ॥

সগণ প্রভুর আইটোটায় আগমন ঃ—

এইমত জলক্রীড়া করি' কতক্ষণ ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ৯১ ॥

মুখ্যভক্তগণের আচার্য্যের নিমন্ত্রণ-স্বীকার ঃ—

পুরী, ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন ॥ ৯২ ॥

প্রভুর গণের বাণীনাথ-আনীত প্রসাদ-স্বীকার ঃ—

বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল ।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল ॥ ৯৩ ॥

অপরাহ্নে দর্শন-নর্ত্তন, নিশায় উপবনে নিদ্রা ঃ—

অপরাহ্নে আসি' কৈল দর্শন, নর্ত্তন ।
নিশাতে উদ্যানে আসি' করিলা শয়ন ॥ ৯৪ ॥

অন্যদিন ঈশ্বর-দর্শন ও মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত ঃ—

আর দিন আসি' কৈল ঈশ্বর-দরশন ।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। জলমণ্ডূক-বাদ্য—জলমধ্যে ভেক যেরূপ ডাকে, সেইরূপ ধ্বনির ন্যায় বাজাইয়া মণ্ডলাকারে জলকেলি হইতে লাগিল।

অনুভাষ্য

৭৭। জলমণ্ডূক-বাদ্যে—জলে করতাল বাজাইয়া ভেকের ন্যায় শব্দে।

৮০। গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত ; দত্ত,—বাসুদেব দত্ত।

অনুভাষ্য

৮৬। 'গণ্ড-শৈল'—ক্ষুদ্র পাহাড় ; যদিও 'দুই'-শব্দের উল্লেখ আছে, তথাপি বিশেষভাবে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি।

৮৭। 'খলি'—খৈল, তৈল-মল ; মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-জ্ঞানী তর্কপন্থী সার্ব্বভৌমকে তৈলমল-ভোজী 'কলুর বলদে'র সহিত তুলনা করিলেন।

ভক্তগণ-সঙ্গে আরামে ব্রজ-বিহার ঃ—

ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া ।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লঞা ॥ ৯৬ ॥

প্রভুদর্শনে চতুর্দ্দিকে হর্ষ-লক্ষণ ঃ—

বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দরশনে ।
ভৃঙ্গ, পিক গায়, বহে শীতল পবনে ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর নৃত্য, বাসুদেব-দত্তের কীর্ত্তন ঃ—

প্রতি-বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন ।
বাসুদেব-দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥ ৯৮ ॥

প্রতিবৃক্ষতলে নৃত্যকারী প্রভু ঃ—

এক এক বৃক্ষতলে এক এক গান গায় ।
পরম-আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥ ৯৯ ॥

নৃত্যান্তে বক্রেশ্বরকে নাচিতে আদেশ ঃ—

তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে ।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে ॥ ১০০ ॥

প্রভু-সহ স্বরূপাদির গান, সকলেরই প্রেম-বিহ্বলতা ঃ—

প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায় ।
দিক্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥ ১০১ ॥

বন-লীলান্তে নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি ঃ—

এই মত কতক্ষণ করি' বন-লীলা ।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ॥ ১০২ ॥

স্নানান্তে আরামে ভক্তগণসহ প্রসাদ-সম্মান ঃ—

জলক্রীড়া করি' পুনঃ আইলা উদ্যানে ।
ভোজনলীলা কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ১০৩ ॥

গুণ্ডিচায় জগন্নাথের ৯ দিন অবস্থিতিকালেই এইরূপ লীলা ঃ—

নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত-সাথ ॥ ১০৪ ॥

জগন্নাথবল্লভে প্রভুর বিশ্রাম-লীলা ঃ—

'জগন্নাথ-বল্লভ'-নাম বড় পুষ্পারাম ।
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥ ১০৫ ॥

হেরাপঞ্চমী-উৎসবের বিপুল-আয়োজন জন্য রাজার কাশীমিশ্রকে অনুরোধ ঃ—

'হেরা-পঞ্চমী'র দিন আইল জানিয়া ।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া ॥ ১০৬ ॥
"কল্য 'হেরা-পঞ্চমী', হবে লক্ষ্মীর বিজয় ।
ঐছে উৎসব কর, যেন কভু নাহি হয় ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর সন্তোষার্থে মহোৎসবের আয়োজনে আদেশ ঃ—

মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ।
দেখি' মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১০৮ ॥

সুচারুরূপে সজ্জিত করিতে আদেশ ঃ—

ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ।
চিত্রবস্ত্র, কিঙ্কিণী, আর ছত্র-চামরে ॥ ১০৯ ॥
ধ্বজাবৃন্দ-পতাকা-ঘণ্টায় করহ মণ্ডন ।
নানাবাদ্য-নৃত্য-দোলায় করহ সাজন ॥ ১১০ ॥

রথযাত্রাপেক্ষা অধিকতর সমারোহজন্য আদেশ ঃ—

দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ।
রথযাত্রা হৈতে যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১১১ ॥

প্রভুর দর্শন-সুবিধা-বিধান ।—

সেইত' করিহ,—প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া করে যৈছে দরশন ॥" ১১২ ॥

ভক্তগণসহ গুণ্ডিচায় জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ।
জগন্নাথ-দর্শন কৈল সুন্দরাচলে যাঞা ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

৯৬। প্রভু এস্থলে বৃন্দাবন-বিহার আরম্ভ করিলেও কৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার 'পারকীয়'রসে পরদারাভিমর্ষণরূপ ভোক্তৃ-লীলা নাই, তিনি আপনাকে শ্রীরাধার কিঙ্করী বলিয়া জ্ঞান করিয়া স্বীয় সেব্যা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধার সহিত প্রিয়তম কৃষ্ণের মিলনে আনন্দ-সাগরে মগ্ন—এই রসে মত্ত অবস্থাতেই তাঁহার ভক্তগণ-সহ 'বৃন্দাবন-বিহার'-লীলা হইয়াছিল, (বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের ৭৪, ৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং 'গৌরনাগরী-বাদে'র কোন কথাই এস্থলে আদৌ প্রযোজ্য নহে।

১০৫। পুষ্পারাম—পুষ্পবাটিকা।

১০৯। চিত্রবস্ত্র—রঞ্জিত (ছোপান) কাপড় ; কিঙ্কিণী—ক্ষুদ্রঘণ্টা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৫। জগন্নাথবল্লভ—গুণ্ডিচাবাড়ী ও মন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি স্থলে 'জগন্নাথ-বল্লভ'-নামক একটী উদ্যান আছে। সেই উদ্যানে 'দনা'-চুরিলীলা হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীমদনমোহন গিয়া দনা-নামক সুগন্ধ বৃক্ষ চুরি করিয়া আনেন।

১০৬। হেরা-পঞ্চমীর দিন—রথযাত্রার পরের পঞ্চমীকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের অন্বেষণে গুণ্ডিচাতে গিয়া জগন্নাথকে হেরিয়া (দেখিয়া) আসেন ; এজন্য উৎকল-দেশীয় লোকেরা ঐ দিনকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। ঐ দিন জগন্নাথকে হারাইয়া লক্ষ্মী তাঁহাকে খুঁজিতে যান বলিয়া আবার 'অতিবাড়ী'রা উহাকে 'হারাপঞ্চমী' বলে। যাহা হউক, কবিরাজ-গোস্বামী ঐ পঞ্চমীকে 'হেরাপঞ্চমী' বলিয়া লিখিয়াছেন।

হেরাপঞ্চমী-দর্শনার্থ পুনঃ নীলাচলগমন ঃ—

নীলাচলে আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে ।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরা-পঞ্চমীর রঙ্গে ॥ ১১৪ ॥

কাশীমিশ্রকর্তৃক প্রভু উত্তমস্থানে উপবেশিত ঃ—

কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া ।
স্বগণ-সহ ভালস্থানে বসাইল লঞা ॥ ১১৫ ॥

প্রভুর স্বরূপকে, লক্ষ্মীসঙ্গ ছাড়িয়া জগন্নাথের বৃন্দাবন-গমনের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল ।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল ॥ ১১৬ ॥
"যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকায় বিহার ।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥ ১১৭ ॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার ।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠা অপার ॥ ১১৮ ॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবন-গণ ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥ ১১৯ ॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল ।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি' নীলাচল ॥ ১২০ ॥
নানা-পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রি-দিনে ।
লক্ষ্মীদেবীরে সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে?" ১২১ ॥

স্বরূপের কারণ-নির্দ্দেশ—ব্রজলীলায় গোপীরই অধিকার, লক্ষ্মীর অনধিকার ঃ—

স্বরূপ কহে,—"শুন, প্রভু, কারণ ইহার ।
বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥ ১২২ ॥
বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥" ১২৩ ॥

প্রভুর পুনঃ প্রশ্ন—লক্ষ্মীর ক্রোধহেতু-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন ।
সুভদ্রা আর বলদেব, সঙ্গে দুইজন ॥ ১২৪ ॥
গোপী-সঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে ।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥ ১২৫ ॥
অতএব কৃষ্ণের প্রাকট্যে নাহি কিছু দোষ ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ?" ১২৬ ॥

স্বরূপের হেতু-নির্দ্দেশ—প্রিয়ের ঔদাসীন্যে প্রিয়ার ক্রোধাভিমান ঃ—

স্বরূপ কহে,—"প্রেমবতীর এই ত' স্বভাব ।
কান্তের ঔদাস্য-লেশে হয় ক্রোধভাব ॥" ১২৭ ॥

বিপুল সমারোহের সহিত বহুদাসী-সহ লক্ষ্মীর আগমন ঃ—

হেনকালে, খচিত যাহে বিবিধ রতন ।
সুবর্ণের চৌদোলা করি' আরোহণ ॥ ১২৮ ॥
ছত্র-চামর-ধ্বজা পতাকার গণ ।
নানাবাদ্য-আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ ১২৯ ॥
তাম্বুল-সম্পুট, ঝারী, ব্যজন, চামর ।
সাথে দাসী শত, হার দিব্য ভূষাম্বর ॥ ১৩০ ॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু-পরিবার ।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥ ১৩১ ॥

লক্ষ্মীদাসীগণের জগন্নাথের প্রধান সেবকগণকে বন্ধনপূর্ব্বক ঈশ্বরী-সমীপে আনয়ন ও প্রহার ঃ—

জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণে ।
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধনে ॥ ১৩২ ॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে ।
চোরে দণ্ড করে, যেন লয় নানা-ধনে ॥ ১৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। সুন্দরাচল—শ্রীমন্দিরকে যেরূপ 'নীলাচল' বলা যায়, গুণ্ডিচা-মন্দিরকেও সেরূপ 'সুন্দরাচল' বলিয়া থাকে।

১৩২-১৩৩। জগন্নাথ যে-সময়ে রথে যাত্রা করেন, সেই সময় লক্ষ্মীকে এই বলিয়া যান যে, 'আমি কল্যই ফিরিয়া আসিব'। দুই তিন দিন বিগত হইলেও জগন্নাথ না আসায়, কান্তের ঔদাস্য-লেশ দর্শনে প্রেমবতী লক্ষ্মীর স্বভাবতঃই ক্রোধোদয় হয়। তখন নিজের যে-সকল দাসী আছেন, তাঁহাদের দ্বারা বিমানে সজ্জীভূত হইয়া লক্ষ্মী শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া পড়েন। এই সময়ে জগন্নাথের মন্দিরে একটী পরম রহস্য হইয়া উঠে,—লক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ জগন্নাথের প্রধান প্রধান পরিচারকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া ফেলেন।

অনুভাষ্য

১১৭-১১৯। শ্রীজগন্নাথদেব জীবের প্রতি করুণ হইয়া নীলাচলে মন্দিরে বসিয়া কৃষ্ণের দ্বারকা-বিহার প্রকট করেন। বৎসরের মধ্যে তাঁহার একবার মাত্র বৃন্দাবনসদৃশ সুন্দরাচল দেখিবার জন্য পরমোৎকণ্ঠা হয়।

১২২। বৃন্দাবনলীলায় লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর অধিকার না থাকায় সুন্দরাচলে গমনকালে জগন্নাথ লক্ষ্মীকে সঙ্গে গ্রহণ করেন না,—ইহাই কারণ ।

১২৪। যাত্রা—রথযাত্রা।

১২৬। বৃহদ্ভাগবতামৃতের প্রথমখণ্ড সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩০। সম্পুট—ডিব্বা ; ঝারী—নলহীন গাড়ু।

অচেতনবৎ তারে করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ড-বচনে ॥ ১৩৪ ॥

লক্ষ্মীদাসীগণের ঔদ্ধত্যদর্শনে ভক্তবৃন্দের হাস্য ঃ—

লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগলভ্য দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৫ ॥

দামোদর-কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর এতাদৃশ অপূর্ব্ব অসাধারণ মানের ব্যাখ্যা ঃ—

দামোদর কহে,—"ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাঁহা দেখি, শুনি নাই আর ॥ ১৩৬ ॥

কান্তের ঔদাসীন্যে মানিনী কান্তার আচরণ ঃ—

মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি' নখে লেখে, মলিন-বদন ॥ ১৩৭ ॥

ব্রজগোপীর ও সত্যভামার মানও এইরূপই ঃ—

পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এবম্বিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিধান ॥ ১৩৮ ॥

লক্ষ্মীর মান তদপেক্ষা বিলক্ষণ ঃ—

ইঁহো নিজ-সম্পত্তি সব প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজাঞা ॥" ১৩৯ ॥

প্রভুর প্রশ্নোত্তরে স্বরূপকর্ত্তৃক গোপীর মান-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কহ ব্রজের মানের প্রকার।"
স্বরূপ কহে,—"গোপীমান-নদী শতধার ॥ ১৪০ ॥

কান্তার স্বভাব ও প্রীতিভেদে মান-ভেদ ঃ—

নায়িকার স্বভাব, প্রেমবৃত্ত্যে বহু ভেদ।
সেই ভেদে নানা-প্রকার মানের ভেদ ॥ ১৪১ ॥

গোপীর অনির্ব্বচনীয় মানের সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্-দরশন ॥ ১৪২ ॥

ত্রিবিধ মানিনী ঃ—

মানে কেহ হয় 'ধীরা', কেহ ত' 'অধীরা'।
এই তিন-ভেদে, কেহ হয় 'ধীরাধীরা' ॥ ১৪৩ ॥

'ধীরা' মানিনীর স্বভাব ঃ—

'ধীরা' কান্তে দূরে দেখি' করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিতে, করে আসন প্রদান ॥ ১৪৪ ॥
হৃদয়ে কোপ, মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে, তারে করে আলিঙ্গন ॥ ১৪৫ ॥
সরল ব্যবহার, করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয়-নিরসন ॥ ১৪৬ ॥

'অধীরা' মানিনীর স্বভাব ঃ—

'অধীরা' নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥ ১৪৭ ॥

'ধীরাধীরা' মানিনীর স্বভাব ঃ—

'ধীরাধীরা' বক্র-বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি, কভু নিন্দা, কভু বা উদাস ॥ ১৪৮ ॥

ত্রিবিধ নায়িকা ; মান-কৌশলে মুগ্ধার অনভিজ্ঞতা ঃ—

'মুগ্ধা', 'মধ্যা', 'প্রগল্‌ভা',—তিন নায়িকার ভেদ।
'মুগ্ধা' নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ॥ ১৪৯ ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের প্রিয়বাক্য শুনি' হয় পরসন্ন ॥ ১৫০ ॥

'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা'রই পূর্ব্বোক্ত ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদ ; তাহাতেই কৃষ্ণের সুখ ঃ—

'মধ্যা' 'প্রগল্‌ভা' ধরে ধীরাদি-বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাবে তিন ভেদ ॥ ১৫১ ॥
কেহ 'প্রখরা', কেহ 'মৃদু', কেহ হয় 'সমা'।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম-সীমা ॥ ১৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬-১৩৯। স্বরূপ গোস্বামী লক্ষ্মীর এই প্রাগলভ্য দর্শন করিয়া ব্রজজনের প্রেমসম্পত্তির উৎকর্ষ জানাইবার জন্য কহিলেন,—প্রভো! লক্ষ্মীর এইরূপ মানের প্রকার আমি কখনও ত্রিজগতে শুনি নাই। প্রিয়া মানিনী হইলে উৎসাহহীন হইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগ করত মলিন-বদনে ভূমিতে বসিয়া নখে যাহা তাহা লিখিয়া থাকেন। ব্রজে গোপীগণের এই প্রকার মান এবং পুরবাসিনী সত্যভামারও এইরূপ মান শুনা গিয়াছে; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মান তাহার বিপরীত দেখিতেছি। ইনি নিজ-সম্পত্তি প্রকট করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ করিতে যাইতেছেন।

১৪১। নায়িকার স্বভাব ও প্রেমবৃত্তি—নানাপ্রকার, সেই ভেদক্রমেই প্রতি নায়িকার (বিভিন্ন) মানের উদয় হয়।

১৪৩। মানিনীগণ সংক্ষেপতঃ তিনভাগে বিভক্তা—'ধীরা', 'অধীরা' ও 'ধীরাধীরা'।

অনুভাষ্য

১৪১-১৫৩। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে নায়িকা-ভেদ, যূথেশ্বরী-ভেদ ও সখী-ভেদ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

১৪৬। সোল্লুণ্ঠ বাক্য,—ঈষদ্ধাস্যপরিহাসযুক্ত বা ব্যাজ-স্তুতিবাক্য ; নিরসন—প্রতিবাদ।

১৪৮। মধ্য, ৮ম পঃ ১৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; বক্র—কুটিল, শঠতাপূর্ণ।

প্রাখর্য্য, মার্দ্দব, সাম্য—স্বভাব নির্দ্দোষ ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥" ১৫৩ ॥

গোপীগণের নায়িকা-লক্ষণ-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ ঃ—

একথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার ।
'কহ, কহ, দামোদর',—বলে বার বার ॥ ১৫৪ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক কৃষ্ণের ও গোপীর পরস্পরের প্রতি প্রেম-লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

দামোদর কহে,—"কৃষ্ণ রসিকশেখর ।
রস-আস্বাদক, রসময়-কলেবর ॥ ১৫৫ ॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ—ভক্ত প্রেমাধীন ।
শুদ্ধপ্রেমে, রসগুণে, গোপিকা—প্রবীণ ॥ ১৫৬ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ ১৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী রাসক্রীড়া ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৫)—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ১৫৮ ॥

গোপীগণ-মধ্যে নায়িকোচিত পরম-চমৎকার-লক্ষণময় গুণ-বৈচিত্র্য ঃ—

'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ ।
নানা-ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥ ১৫৯ ॥

সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার গুণ ও স্বভাব ঃ—

গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী ।
নির্ম্মল-উজ্জ্বল-রস-প্রেম-রত্নখনি ॥ ১৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৯, ১৫১। নায়িকা তিনপ্রকার,—'মুগ্ধা', 'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা'। মুগ্ধাগণ মানচাতুর্য্যের কোনপ্রকার ভেদই জানে না। যে-সকল নায়িকা,—'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা', তাঁহারাই ধীরাদি-ভেদে তিনপ্রকার।

অনুভাষ্য

১৪৯। বৈদগ্ধ্য-বিভেদে—নানাপ্রকার কৌশল।

১৫৫। রস-আস্বাদক—শ্রীকৃষ্ণই চিদ্রসের একমাত্র আস্বাদক, ভোক্তা বা বিষয়, আর সবই তাঁহার আশ্রয় বা ভোগ্য।

১৫৭। রসাভাস—ভঃ রঃ সিঃ, উঃ বিঃ, ৯ম লঃ—"পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ।। স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে। উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ।।" পূর্ব্ব-কথিত রসলক্ষণ হইতে বিপর্য্যয়তা লাভ করিলে সেই লক্ষণহীন রসকেই রসিকগণ 'রসাভাস' বলেন। রসাভাস ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ অর্থাৎ উপরস, অনুরস ও অপরস।

১৫৮। শুদ্ধহৃদয় পরীক্ষিতের নিকট মহাভাগবত পরম-হংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃক গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া-বর্ণন—

এবং [কথিতভাবেন] সত্যকামঃ (নিত্যসত্যসঙ্কল্পঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অনুরতাবলাগণঃ (অনুরতঃ আকৃষ্ট অবলাগণঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ অনুরাগি-স্ত্রীকদম্বস্থঃ ইত্যর্থঃ) আত্মনি (এব) অবরুদ্ধসৌরতঃ (অবরুদ্ধাঃ সৌরতাঃ সুরতব্যাপারাঃ যেন এবম্ভূতঃ সঃ আত্মারামঃ অপ্রাকৃত-কামদেবঃ ইত্যর্থঃ) শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতাঃ, যদ্বা, শরৎ-কালোচিতকাব্যকথারসাঃ তেষাম্ আশ্রয়ভূতাঃ তাঃ, যদ্বা, 'রসা-শ্রয়াঃ শরৎকাব্যকথাঃ' ইত্যন্বয়ে—শৃঙ্গার-রসাশ্রয়াঃ শরদি প্রসিদ্ধাঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। এই প্রকারে শরৎকালীয় ও কাব্যসম্বন্ধীয় সমস্ত কথার রসাশ্রয়-রূপ, অবলাগণদ্বারা অনুরত, চন্দ্রকিরণশোভিত সেই সকল নিশায় চিন্ময়-ভাবাবরুদ্ধ সত্যকাম শৃঙ্গাররসময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে,—গোপী-সকল—শুদ্ধচিন্ময়ী, শ্রীবৃন্দাবন—শুদ্ধ চিন্ময়ধাম এবং সেই আনন্দময় রাত্রিসকলও চিন্ময় রাত্রি ; যে রাসলীলা হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ; তাহাতে জড়ব্যাপার কিছুমাত্র স্পৃষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ কখনই জড়ময়ী রতি ঈক্ষণ করেন না ; চিজ্জগতে তাঁহার সমস্ত লীলা—অবরুদ্ধ ; তাঁহার সৌরতকার্য্য, সমস্তই চিন্ময় ব্যাপার-মাত্র।

অনুভাষ্য

কাব্যেষু যা কথাস্তাঃ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (শশাঙ্কস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতাঃ শোভমানাঃ) সর্ব্বাঃ এব নিশাঃ সিষেবে (রাসক্রীড়য়া যাপয়ামাস)।

১৫৯। বামা—উজ্জ্বলনীলমণিতে সখীপ্রকরণে ১৩শ সংখ্যা—"মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্যতে।।" যে নায়িকা মানগ্রহণে সর্ব্বদা উদ্‌যোগবিশিষ্টা ও মানশৈথিল্যে কোপবিশিষ্টা, নায়কের বশ্য নহে ও তাঁহার প্রতি প্রায় কঠিনা, তিনিই 'বামা'-নামে কথিতা।

দক্ষিণা—ঐ উজ্জ্বলনীলমণিতে সখীপ্রকরণে ১৪শ সংখ্যা—"অসহ্যা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা।।" অর্থাৎ মানগ্রহণে অসহা, নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য-প্রয়োগকারিণী, নায়কের সোল্লুণ্ঠবাক্যে প্রসন্না নায়িকাই 'দক্ষিণা'-নামে কথিতা।

বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥ ১৬১ ॥
বাম্য-স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ॥" ১৬২ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১০২)—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ১৬৩ ॥

প্রভুর হর্ষ-বৃদ্ধি, দামোদরকর্ত্তৃক শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বা মহাভাব-সার-পরাকাষ্ঠা-মহিম-ব্যাখ্যা-বিস্তার ঃ—

এত শুনি' বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
'কহ, কহ' কহে প্রভু, বলে দামোদর ॥ ১৬৪ ॥
"অধিরূঢ় মহাভাব—রাধিকার প্রেম।
বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, যৈছে দগ্ধবান্ হেম ॥ ১৬৫ ॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥ ১৬৬ ॥

কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সুখপ্রদ সর্ব্বভাবালঙ্কার-ভূষিতা শ্রীরাধিকা ঃ—

অষ্ট 'সাত্ত্বিক', হর্ষাদি 'ব্যভিচারী' যাঁর।
'সহজ প্রেম', বিংশতি 'ভাব' অলঙ্কার ॥ ১৬৭ ॥
'কিলকিঞ্চিত', 'কুট্টমিত', 'বিলাস', 'ললিত'।
'বিব্বোক', 'মোট্টায়িত', আর 'মৌগ্ধ্য', 'চকিত' ॥১৬৮॥

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার নানা ভাবালঙ্কার-শোভিত রূপ-দর্শনে কৃষ্ণের গভীর সুখ ঃ—

এত ভাবভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিতে উথলে কৃষ্ণসুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত'-ভাবের দৃষ্টান্ত-স্থল ঃ—

কিলকিঞ্চিতাদি-ভাবের শুন বিবরণ।
যে ভাব-ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৯-১৬২। গোপীগণ দুইপ্রকার,—'বামা' ও 'দক্ষিণা'। গোপীদিগের মধ্যে নির্ম্মল উজ্জ্বল-রস-প্রেমরত্নের খনিস্বরূপা রাধা-ঠাকুরাণীই শ্রেষ্ঠা ; তিনি বয়সে—'মধ্যমা', স্বভাবে—'সমা' এবং নিরন্তর 'বামা'। তাঁহার বাম্য স্বভাব হইতেই মানের উদয় হয়।

১৬৫। দগ্ধবান্ হেম—জ্বলিত অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন।

অনুভাষ্য

১৬৩। মধ্য, ৮ম পঃ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৫। অধিরূঢ় মহাভাব—উজ্জ্বলনীলমণিতে স্থায়িভাব-প্রকরণে ১২৩ সংখ্যা—"রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবাঃ দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে।।" রূঢ়ভাবলক্ষণে যে-সকল সাত্ত্বিক অনুভাব অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা লাভ করে, সেই অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত সাত্ত্বিক ভাব-সমূহকে 'অধিরূঢ় মহাভাব' বলে।

১৬৮। 'কিলকিঞ্চিত'—এই পরিচ্ছেদে পরবর্ত্তী ১৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'কুট্টমিত',—পরবর্ত্তী ১৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'বিলাস',—পরবর্ত্তী ১৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'ললিত',—পরবর্ত্তী ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'বিব্বোক',—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণে ৭৫ সংখ্যা—"ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ" অর্থাৎ গর্ব্ব ও মানদ্বারা প্রিয়তম বা তদ্দত্ত বস্তুর অনাদরকে 'বিব্বোক' বলে। 'মোট্টায়িত'—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণে—"কান্তস্মরণ-বার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্যতে।।' অর্থাৎ হৃদয়ে প্রিয়তমের স্মৃতি ও কথা-জনিত তাঁহার ভাবনা হইতে যে অভিলাষের উদয় হয়, তাহাই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৭। 'সাত্ত্বিক'—সাত্ত্বিক-বিকার ৮ প্রকার—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভঙ্গ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু এবং (৮) প্রলয়।

'ব্যভিচারী'—ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব তেত্রিশটী ; যথা, —(১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মতি, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি এবং (৩৩) প্রবোধ।

'ভাব'রূপ অলঙ্কার—বংশপ্রকার ; যথা— [ক] অঙ্গজ—(১) ভাব, (২) হাব, (৩) হেলা ; [খ] অযত্নজ—(৪) শোভা, (৫) কান্তি, (৬) দীপ্তি, (৭) মাধুর্য্য, (৮) প্রগল্ভতা, (৯) ঔদার্য্য, (১০) ধৈর্য্য ; [গ] স্বভাবজ—(১১) লীলা, (১২) বিলাস, (১৩) বিচ্ছিত্তি, (১৪) বিভ্রম, (১৫) কিলকিঞ্চিত, (১৬) মোট্টায়তি, (১৭) কুট্টমিত, (১৮) বিব্বোক, (১৯) ললিত ও (২০) বিকৃত।

অনুভাষ্য

'মোট্টায়িত'। 'মৌগ্ধ্য',—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণে —"জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্" অর্থাৎ কান্তের সম্মুখে নায়িকা কোন বিষয় জানিয়াও জানেন না, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া যে জিজ্ঞাসা করেন, উহাই 'মৌগ্ধ্য'। 'চকিত',—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবপ্রকরণে—"প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ" অর্থাৎ কান্তের সম্মুখে ভীত না

রাধা দেখি' কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটি-পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥ ১৭১ ॥
যাবে আসি' মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী-আগে চাহে যদি গায়ে হাত দিতে ॥ ১৭২ ॥
এইসব স্থানে 'কিলকিঞ্চিত'-উদ্গম।
প্রথমে 'হর্ষ' সঞ্চারী—মূল-কারণ ॥ ১৭৩ ॥

কিলকিঞ্চিত-ভাবের সংজ্ঞা ঃ—

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-কথনে (৭১)—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্ ।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ১৭৪ ॥

গর্ব্বাদি সপ্তভাবের উহাতে যুগপৎ মিলনফলে উক্ত 'মহাভাবে'র উদয় ঃ—

আর সাত ভাব আসি' সহজে মিলয়।
অষ্টভাব-সম্মিলনে 'মহাভাব' হয় ॥ ১৭৫ ॥
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্করুদিত।
ক্রোধ, অসূয়া হয়, আর মন্দস্মিত ॥ ১৭৬ ॥
নানা-স্বাদু অষ্টভাব একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭৭ ॥

মিষ্টপানার সহিত উপমা ঃ—

দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরীচ, কর্পূর।
এলাচি-মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥ ১৭৮ ॥

শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত ভাব-দর্শনে কৃষ্ণের প্রগাঢ়তম সুখ ঃ—

এই ভাব-যুক্ত দেখি' রাধাস্য-নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি-গুণ ॥" ১৭৯ ॥

শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত-ভাবের দৃষ্টান্ত-স্থল ঃ—

দানকেলিকৌমুদীতে (১) ও উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবকথনে (৭৩)—

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥১৮০॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৮)—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭১-১৭৩। যখন শ্রীমতীর ভাবভূষা দেখিয়া কৃষ্ণের তাঁহাকে স্পর্শ করিবার ইচ্ছা জন্মে, তখন, হয় দানঘাটি-পথে, কিম্বা পুষ্পকাননে, সেই লীলা সম্পাদন করেন। দানঘাটি-পথে এইপ্রকার লীলা,—যে-পথে শ্রীমতী পসার লইয়া গমন করিতেছেন, সেই পথে বা পারঘাটে থাকিয়া কৃষ্ণ বলেন যে, 'তুমি যে পর্য্যন্ত না শুল্ক দিবে, সে পর্য্যন্ত এই পথে তোমার যাইতে নিষেধ' ; এই ছলে একটী দানকেলিরূপ লীলার উদ্গম করেন ; আবার রাধিকা যখন পুষ্প উঠাইতে যান, তখন কৃষ্ণ পুষ্পবনের অধিকারী হইয়া 'আমার পুষ্প চুরি করিতেছ' বলিয়া একটী লীলার উদ্গম করেন। এইসব-স্থলে এই সময়ে শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের উদ্গম হয়।

১৭৪। গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ,—এই সাতটী ভাবের হর্ষ-সহ সঙ্করীকরণ অর্থাৎ মিশ্রকরণকে 'কিলকিঞ্চিত' ভাব বলে।

অনুভাষ্য

হইয়া নায়িকা যে মহাভীতা হইয়াছেন বলিয়া প্রদর্শন করেন, উহাই 'চকিত'।"

১৬৯। আদি, ৪র্থ পঃ ২৪৩, ২৫০, ২৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। হর্ষাৎ (হর্ষঃ এব হেতুঃ তস্মাৎ) গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং (গর্ব্বাদীনাং সপ্তানাং ভাবানাং) সঙ্করীকরণং (মিশ্রণং যুগপৎপ্রাকট্যং) 'কিলকিঞ্চিতম্' উচ্যতে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮০। শ্রীরাধিকার গর্ব্বাদি সপ্তভাব-মিলিত, হর্ষজনিত 'কিলকিঞ্চিত'-ভাবোত্থিত দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন। দানঘাটিপথে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলে, রাধার অন্তঃকরণে হাসির উদয় হইল ; তখন তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইল ; নবোদ্গত নেত্রপক্ষ্মগুলি অশ্রুজলে পূর্ণ হইল ; অপাঙ্গ-দুইটী ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল ; রসোচ্ছ্বাস-হেতু চক্ষুতে উৎসাহ উদিত হইল ; নয়নাশ্রু স্বল্প নিমীলিত হইতে লাগিল এবং অতিসুন্দর-ভাবে নয়নতারা দুইটী ঊর্দ্ধগতি লাভ করিল।

অনুভাষ্য

১৭৫। মূলকারণ হর্ষের সহিত গর্ব্বাদি সাতটী ভাব মিলিত হইয়া ঐ অষ্টভাবের সম্মিলনে 'কিলকিঞ্চিত'-মহাভাব হয়।

১৮০। পথি (দানঘট্টমার্গে) মাধবেন (শুল্ক-গ্রহণচ্ছলেন) রুদ্ধায়াঃ রাধায়াঃ অন্তঃস্মেরতয়া (অন্তঃ অব্যক্তয়া স্মেরতয়া ঈষদ্ধাস্যযুক্ততয়া) উজ্জ্বলা (দীপ্তিবিশিষ্টা ইতি 'স্মিতং'), জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা (জলকণৈঃ ব্যাকীর্ণাঃ বিক্ষিপ্তাঃ পক্ষ্মাঙ্কুরাঃ নেত্রলোমাগ্রভাগাঃ যস্যাঃ সা ইতি 'রোদনং'), কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা (শ্বেতরক্তাভনয়নপ্রান্তদেশা, শ্বেতিমা স্বাভাবিক এব, রক্তিমা ক্রোধাৎ ইতি 'ক্রোধঃ'), রসিকতোৎসিক্তা (রসিকতয়া উৎকর্ষেণ সিক্তা ইতি 'গর্ব্বঃ' 'অভিলাষঃ' বা) পুরঃ (অগ্রতঃ) এব কুঞ্চতী (ইতি 'ভয়ং'), মধুর-ব্যাভুগ্নতারোত্তরা (মধুরা ব্যাভুগ্না বক্রা যা নয়নতারা তয়া উত্তরা শ্রেষ্ঠা ইতি

রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥ ১৮১ ॥

শ্রীরাধার ভাব-শ্রবণে স্বরূপকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এত শুনি' প্রভু হৈলা আনন্দিত মন ।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৮২ ॥

প্রভু-প্রশ্নোত্তরে স্বরূপের শ্রীরাধার 'বিলাস'-ভাব-বর্ণন ঃ—

"'বিলাসাদি'-ভাব-ভূষার কহ ত' লক্ষণ ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥" ১৮৩ ॥

স্বরূপের বর্ণনারম্ভ ; ভক্তগণের সুখ ঃ—

তবে ত' স্বরূপ-গোসাঞি কহিতে লাগিলা ।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥ ১৮৪ ॥
"রাধা বসি' আছে কিবা বৃন্দাবনে যায় ।
তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ-দরশন পায় ॥ ১৮৫ ॥
দেখিতেই নানা-ভাব হয় বিলক্ষণ ।
সে বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস'-ভূষণ ॥ ১৮৬ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবকথনে (৬৭)—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্ ।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥ ১৮৭ ॥

লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য, ভয় ।
এত ভাব মিলি' রাধায় চঞ্চল করয় ॥ ১৮৮ ॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১১)—

পুরঃ কৃষ্ণলোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি ।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণ-আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাঞা ।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাঞা ॥ ১৯০ ॥
মুখে-নেত্রে হয় নানা-ভাবের উদ্গার ।
এই কান্তা-ভাবের নাম 'ললিত'-অলঙ্কার ॥ ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। রাধিকার বাষ্পদ্বারা আকুলিত (নেত্রের) অরুণ-বর্ণ অঞ্চল চঞ্চল হইল ; রসোল্লাস ও কন্দর্পভাবহেতু অধর কম্পিত হইল ; ভ্রূযুগল কুটিল হইল ; মুখপদ্মে ঈষৎ হাসি উপস্থিত হইল এবং কিলকিঞ্চিত-ভাবজনিত সুখ ব্যক্ত হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মুখদর্শনে তাঁহার সহিত সঙ্গম অপেক্ষা কোটিগুণ যে সুখ লাভ করিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না।

১৮৭। প্রিয়সঙ্গ হইতে উৎপন্ন, প্রিয়সঙ্গম-স্থানে গমন ও অবস্থিতি ইত্যাদির এবং মুখনেত্রাদি অঙ্গের সেইসময় যে বৈশিষ্ট্য উদিত হয়, তাহাকে 'বিলাস' বলে।

১৮৯। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রাধিকার গমন স্থির হইয়া কুটিল ভাব ধারণ করিল ; তাঁহার বদনারবিন্দ নীলবস্ত্রে স্বল্প-আচ্ছাদিত হইলেও নয়নতারাদ্বয় বিস্ফারিত, চঞ্চল ও বক্র হইল এবং বিলাসাখ্য অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া তিনি কৃষ্ণসুখ উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

'অভিলাষঃ' 'গর্ব্বঃ' 'অসূয়া' বা), কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী (কিলকিঞ্চিতরূপো যঃ স্তবকঃ গাম্ভীর্য্যময়ত্বাদস্ফুটঃ ভাববিশেষঃ নানাভাবপুষ্পগুচ্ছঃ তদ্বতী) দৃষ্টিঃ বঃ (যুষ্মাকং) শ্রিয়ং ক্রিয়াৎ।

১৮১। অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রাধায়াঃ বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং (বাষ্পৈঃ অশ্রুজলৈঃ ব্যাকুলিতে অরুণম্ অঞ্চলং যয়োঃ এবম্ভূতে চঞ্চলে নেত্রে যস্মিন্ তৎ) রসোল্লাসিতং, হেলোল্লাসচলাধরং (ভাববিশেষাতিশয়েন কম্পমানৌষ্ঠং) কুটিলিতভ্রূযুগ্মম্, উদ্যৎস্মিতম্ (প্রকটন্মন্দহাস্যং) কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং (তদ্ভাবযুক্তম্) আননং (মুখং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তম্ আনন্দং অবাপ (প্রাপ্তবান্)—যঃ আনন্দঃ গীর্গোচরঃ (বাক্যবিষয়ঃ) ন (নৈব ভবতি, কদাপীত্যর্থঃ)।

১৮৭। গতিস্থানাসনাদীনাং (কান্তায়াঃ গমনাবস্থানোপবেশনাদিকানাং) মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং চ (আঙ্গিকক্রিয়াণাং) প্রিয়সঙ্গজং (কান্তসম্মিলনজাতং) তাৎকালিকং (কান্তমিলন-কালিকং) বৈশিষ্ট্যং (বৈচিত্র্যং) তু 'বিলাসঃ' [ইত্যভিধীয়তে]।

১৮৯। অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) গতিঃ পুরঃ (অগ্রতঃ) কৃষ্ণালোকাৎ (কৃষ্ণদর্শনেন) স্থগিতকুটিলা (স্থগিতা স্তব্ধা কুটিলা মন্দা চ) অভূৎ ; শ্রীমুখমপি তিরশ্চীনং (বক্রীভূতং) কৃষ্ণাম্বর-দরবৃতং (শ্যামবাসেন ঈষৎ আবৃতঞ্চ) অভূৎ ; চলত্তারং (চলন্তী তারা যত্র তৎ) স্ফারং (বিস্তৃতং) নয়নযুগং (নেত্রদ্বয়ম্) আভুগ্নং (বক্রং) অভূৎ—ইতি সা রাধা প্রিয়মুদে (কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধনায়) বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণ-বলিতা (বিলাসাভিধেয়েন স্বেন নিজেন অলঙ্করণেন ভূষণেন বলিতা সমন্বিতা) আসীৎ।

১৯০। তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে—ত্রিভঙ্গে ; তিন অঙ্গ—গ্রীবা, কটি ও চরণ (বা জানু)।

১৯১। হয় উদ্গার—ফুটিয়া বাহির হয়।

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবকথনে (৭৫)—

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস-মনোহরা ।

সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্ ॥ ১৯২ ॥

ললিতভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ ।

দুঁহে দুঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৯৩ ॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৪)—

হ্রিয়া তির্য্যগ্-গ্রীবা-চরণ-কোটি-ভঙ্গী-সুমধুরা

চলচ্চিল্লী-বল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জ্জিত-ধনুঃ ।

প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ

প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥ ১৯৪ ॥

লোভে আসি' কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ ।

অন্তরে উল্লাস, রাধা করে নিবারণ ॥ ১৯৫ ॥

বাহিরে বামতা-ক্রোধ, ভিতরে সুখ মনে ।

'কুট্টমিত'-নাম এই ভাব-বিভূষণে ॥ ১৯৬ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবপ্রকরণে (৪৯)—

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ ।

বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ১৯৭ ॥

কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, করে পাণি-রোধ ।

অন্তরে আনন্দ রাধা, বাহিরে বাম্য-ক্রোধ ॥ ১৯৮ ॥

ব্যথা পাঞা করে, যেন শুষ্ক রোদন ।

ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥ ১৯৯ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ ।

মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারিশুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥২০০॥

এইমত আর সব ভাব-বিভূষণ ।

যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন ॥ ২০১ ॥

সহস্রমুখেও শেষরূপী বিষ্ণুর কৃষ্ণলীলা-বর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন ।

আপনে বর্ণেন যদি 'সহস্রবদন' ॥" ২০২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯২। যে-স্থলে অঙ্গের বিন্যাস-ভঙ্গি ও ভ্রূ-বিলাস মনোহর ও সুকুমার হয়, সেই স্থলে 'ললিতালঙ্কার' উক্ত হয়।

১৯৪। কৃষ্ণের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে যখন রাধিকা ললিতালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, তখন লজ্জায় তাঁহার গ্রীবার বক্রভাব, চরণ ও কটির সুমধুর ভঙ্গি, ভ্রূলতার চাঞ্চল্যে কামদেবের তেজস্বী ধনুরও পরাজয় এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাসে উল্লসিত ললিতভাবপুষ্ট শ্রীঅঙ্গ লক্ষিত হইতে থাকে।

১৯৭। কঞ্চুলী ও মুখবস্ত্র-ধারণসময়ে হৃদয় প্রফুল্ল হইলেও সম্ভ্রমক্রমে বাহিরে ক্রোধ-ব্যথিতের ন্যায় লক্ষণকে 'কুট্টমিত' বলে।

অনুভাষ্য

১৯২। যত্র অঙ্গানাং সুকুমারা (অতিকোমলা) বিন্যাসভঙ্গিঃ (রচনা-চাতুরী) ভ্রূবিলাস-মনোহরা ভবেৎ, তৎ 'ললিতম্' ইতি উদাহৃতম্।

১৯৪। সা (রাধা) হ্রিয়া (লজ্জয়া) তির্য্যগ্ গ্রীবা-চরণ-কটি-ভঙ্গীসুমধুরা (তির্য্যগ্‌ভাবেন সুষ্ঠু-বিন্যস্ত-কন্ধর-জানু-কটীত্যঙ্গ-ত্রয়েণ ভঙ্গ্যা সুমধুরা কৃষ্ণমনোহরা), চলচ্চিল্লীবল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জ্জিত-ধনুঃ (চলন্তী কম্পনবতী চিল্লীভ্রূঃ চিল্লী-পক্ষিণীব ভ্রূঃ ক্লিন্নাক্ষী বা, সা এব বল্লী লতা, তয়া দলিতঃ বিজিতঃ রতিনাথস্য কামদেবস্য ঊর্জ্জিতং ধনুং যয়া সা) প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ (প্রিয়স্য কান্তস্য কৃষ্ণস্য প্রেম্ণা যঃ উল্লাসঃ তেনোল্লসিতং যৎ ললিতং ক্রীড়ানৃত্যং তেন আ-লালিত-তনুঃ আ-লালিতা সংসেবিতা তনুঃ যস্যাঃ সা) প্রিয়-প্রীত্যৈ (কান্তস্য প্রেমবর্দ্ধনায়) উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা (উদিতং প্রকাশিতং ললিতভাববিশেষং, তদেব অলঙ্কারেণ যুতা ললিতা-লঙ্কার-সমন্বিতা) আসীৎ।

১৯৫। কঞ্চুক—কাঁচুলি, কবচ, অঙ্গরাখা, বস্ত্র।

১৯৭। স্তনাধরাদি-গ্রহণে (বক্ষোগণ্ডস্থলৌষ্ঠ-স্পর্শনে) হৃৎ-প্রীতৌ (মনসি লব্ধে আনন্দে সতি) অপি সম্ভ্রমাৎ (লোক-গৌরবাৎ) বহিঃ (সখিদৃষ্টিপথে) ব্যথিতবৎ (আর্ত্তজনোচিতঃ) ক্রোধঃ (অর্থাৎ অন্তঃ-সন্তোষো বহিঃ-ক্রোধঃ) [ভবেৎ] —ইতি বুধৈঃ (অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ভিঃ) 'কুট্টমিতং' প্রোক্তং (কথিতম্)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০০। কৃষ্ণের হস্তদ্বারা অবরোধ-কার্য্যে অনিচ্ছাভাব-সত্ত্বেও করভোরু রাধিকা তদ্বিরুদ্ধে মধুরস্মিতগর্ভা ভর্ৎসনা ও মনোহর শুষ্করোদন (রোদনভাণ) করিলেন।

অনুভাষ্য

২০০। করভোরুঃ (করিশাবকশুণ্ডবৎ ঊর্জ্জিতোরুদেশা রাধিকা) মাধবস্য অবিরোধিতবাঞ্ছং (ন বিরোধিতা বাঞ্ছা যস্মিন্ তৎ) পাণিরোধং (করস্পর্শনিবারণং), মধুরস্মিত-গর্ভাঃ (মধুরঃ মৃদু স্মিতং মন্দহাস্যং গর্ভে যেষাং তথাভূতাঃ) ভর্ৎসনাঃ, অপি চ মুখে হারি-শুষ্করুদিতং (কৃষ্ণমনোহারি কপটরোদনং) কুরুতে।

২০১। হরে—হরণ অর্থাৎ আকর্ষণ করে।

২০২। মধ্য, ২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা, ভাঃ ২।৭।৪১ ও ১০।১৪।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধা-সেবক শ্রীস্বরূপ ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-সেবক শ্রীবাসের সংলাপ ; শ্রীবাসের স্বীয় ঈশ্বরীর ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব ঃ—

শ্রীবাস হাসিয়া কহে,—"শুন, দামোদর ।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ॥ ২০৩ ॥
বৃন্দাবনের সম্পদ্ দেখ,—পুষ্প-কিসলয় ।
গিরিধাতু-শিখিপিঞ্ছ-গুঞ্জাফল-ময় ॥ ২০৪ ॥

কৃষ্ণের ব্রজগমন-হেতু লক্ষ্মীর ক্রোধাভিমান ঃ—

বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ ।
শুনি' লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল আসোয়াথ ॥ ২০৫ ॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি' কেনে গেলা বৃন্দাবন ।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥ ২০৬ ॥
'তোমার ঠাকুর, দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি' ।
পত্র-ফল-ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥ ২০৭ ॥
এই কর্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধ-শিরোমণি ?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভুরে দেহ' আনি' ॥' ২০৮ ॥

লক্ষ্মীর দাসীগণকর্ত্তৃক ঈশ্বরের দোষভাগী সেবকগণের বন্ধন ও শাস্তিপ্রদান ঃ—

এত বলি' লক্ষ্মীর সব দাসীগণে ।
কটি-বস্ত্রে বান্ধি' আনে প্রভুর নিজগণে ॥ ২০৯ ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি' করায় প্রণতি ।
ধন-দণ্ড লয়, আর করায় মিনতি ॥ ২১০ ॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ।
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ॥ ২১১ ॥

স্বীয় প্রভু জগন্নাথকে প্রত্যর্পণার্থ সেবকগণের প্রতিজ্ঞা ঃ—

সব ভৃত্যগণ কহে,—যোড় করি' হাত ।
'কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ ॥' ২১২ ॥

তচ্ছ্রবণে লক্ষ্মীর ক্রোধ-শান্তি ঃ—

তবে শান্ত হঞা লক্ষ্মী যায় নিজ ঘর ।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্—বাক্য-অগোচর ॥ ২১৩ ॥

লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য বর্ণিয়া শ্রীবাসের স্বরূপকে পরিহাস ঃ—

দুগ্ধ আউটি' দধি মথে তোমার গোপীগণে ।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥" ২১৪ ॥

শ্রীবাস-বচন-শ্রবণে প্রভুর রাগমার্গীয় ভক্তগণের হাস্য ঃ—

নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস ।
শুনি' হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ-দাস ॥ ২১৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীবাস ও শ্রীস্বরূপের ভজন-বৈশিষ্ট্য বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রীবাস, তোমাতে নারদ-স্বভাব ।
ঐশ্বর্য্যভাবে তোমাতে ঈশ্বর-প্রভাব ॥ ২১৬ ॥
ইঁহো দামোদর-স্বরূপ—শুদ্ধব্রজবাসী ।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি' ॥" ২১৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ব্রজের মাধুর্য্য-গরিমা-বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"শ্রীবাস, শুন সাবধানে ।
বৃন্দাবন-সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ? ২১৮ ॥

মহাবৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য বৃন্দাবনৈশ্বর্য্যের এক কণমাত্র ঃ—

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু ।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ—তার এক বিন্দু ॥ ২১৯ ॥

কৃষ্ণের বৃন্দাবন-ধাম-বর্ণন ঃ—

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ ।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী, তাঁহা বৃন্দাবন-ধাম ॥ ২২০ ॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন ।
চিন্তামণিগণ—দাসী-চরণ-ভূষণ ॥ ২২১ ॥
কল্পবৃক্ষ-লতার—যাঁহা সাহজিক-বন ।
পুষ্প-ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥ ২২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৫। আসোয়াথ—অসূয়াযুক্ত, স্বল্প-ঈর্ষাযুক্ত।

২০৭-২০৮। লক্ষ্মীর দাসীগণ বলিতেছেন,—ওহে জগদ্বন্ধু-সেবকসকল, দেখ, এত সম্পত্তি ছাড়িয়া ফল-পত্র-ফুল-লোভে তোমাদের ঠাকুর পুষ্পবাড়ীতে গেলেন। (এক্ষণে) লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে সেই নিজপ্রভুকে আনিয়া দাও।

২১১। দণ্ড অর্থাৎ লাঠির দ্বারা গুণ্ডিচা-দ্বারস্থিত রথের উপর তাড়ন করেন।

অনুভাষ্য

২০৩। শ্রীবাস আপনাকে দাস্যরসের ঐশ্বর্য্যে অবস্থিত বলিয়া অভিমান করিয়া শ্রীদামোদরস্বরূপকে ঐশ্বর্য্যহীন 'ব্রজবাসী' জানিয়া প্রেমকলহ করিতেছেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২০-২২২। কৃষ্ণ যে-স্থলে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্র-পুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহারই নাম

অনুভাষ্য

২০৫। আসোয়াথ—অস্বস্তি, অস্বাস্থ্য, চাঞ্চল্য।

২০৭। তোমার ঠাকুর—জগন্নাথ-সেবকগণকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মীদাসীগণের উক্তি।

২০৮। নিজ প্রভুরে—জগন্নাথকে।

২০৯। প্রভুর—জগন্নাথের।

২১৪। আউটি—আবর্ত্তন করিয়া।

২১৫। নিজ-দাস—শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবৈকনিষ্ঠ রাগাত্মিক ভক্তিরত গদাধরাদি প্রভুর শক্তিবর্গ।

অনন্ত কামধেনু তাঁহা ফিরে বনে বনে ।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥ ২২৩ ॥
সহজ লোকের কথা—যাঁহা দিব্য-গীত ।
সহজ গমন করে,—যৈছে নৃত্য-প্রতীত ॥ ২২৪ ॥
সর্ব্বত্র জল—যাঁহা অমৃত-সমান ।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য—যাঁহা মূর্ত্তিমান্ ॥ ২২৫ ॥
লক্ষ্মী জিনি' গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ ।
কৃষ্ণ-বংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী-কায ॥ ২২৬ ॥

বৃন্দাবনস্থিত বস্তুর স্বরূপ ও বিচিত্র স্বভাব-বর্ণন ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৬)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ ২২৭ ॥

বৃন্দাবনৈশ্বর্য্য-বর্ণন ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৭৩)-ধৃত বিল্বমঙ্গল-বচন ঃ—
চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্ ।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥" ২২৮ ॥

শ্রীবাসের পরমানন্দ ঃ—

শুনি' প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস ।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্ট-অট্ট হাস ॥ ২২৯ ॥

শ্রীরাধার রস-শ্রবণে প্রভুরও আনন্দ ঃ—

রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল ।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥ ২৩০ ॥

প্রভুর নৃত্য ও স্বরূপের গীত ঃ—

রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান ।
'বল', 'বল' বলি' প্রভু পাতে নিজ-কাণ ॥ ২৩১ ॥

প্রভুর প্রেমবন্যায় পুরী-ধাম প্লাবিত ঃ—

ব্রজরস-গীত শুনি' প্রেম উথলিল ।
পুরুষোত্তম-গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥ ২৩২ ॥

দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রভুর নৃত্য ঃ—

লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ-ঘর ।
প্রভু নৃত্য করে, হৈল দ্বিতীয় প্রহর ॥ ২৩৩ ॥

চারি সম্প্রদায়েরই কীর্ত্তন-শ্রান্তি ঃ—

চারি-সম্প্রদায় গান করি' বহু শ্রান্ত হৈল ।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ২৩৪ ॥

শ্রীরাধাপ্রেমাবেশে প্রভু ঃ—

রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি ।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি' করিলেন স্তুতি ॥ ২৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'বৃন্দাবন-ধাম'। সেই বৃন্দাবন-ধামে চিন্তামণিময় ভূমি অর্থাৎ চিন্ময় ভূমি, চিন্ময়-রত্নের ভবন, চিন্ময় (অলঙ্কার)-চরণা পরিচারিকা-গণ, চিন্ময়-কল্পবৃক্ষলতাকীর্ণ সহজসিদ্ধ-বন নিত্য বিরাজিত—যেখানে ফলপুষ্প বিনা কাহারও অন্য কোন ধন-যাচ্ঞা নাই।

২২৬। ঐশ্বর্য্যবতী লক্ষ্মীকে পরাজয়পূর্ব্বক অনন্তকোটি মাধুর্য্যবতী লক্ষ্মী যথায় বিরাজমানা।

২২৭। সেই বৃন্দাবনে কান্তা—ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ ; কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ—সকলেই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য এবং কৃষ্ণ-বংশী—প্রিয়সখী এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দজ্যোতিঃ অনুভূত। অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরম আস্বাদ্য।

অনুভাষ্য

২২০-২২৬। আদি, ৫ম পঃ ২০-২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৭। তত্র (অপ্রাকৃতভূমৌ) পরমপুরষঃ [এব]—কান্তঃ (একঃ দ্বিতীয়-ভোক্তৃ-রহিতঃ), শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যঃ গোপ্যঃ এব)—কান্তাঃ, (সর্ব্বাঃ কৃষ্ণাশ্রিতাঃ) দ্রুমাঃ (কদম্বাদ্যা বৃক্ষাঃ)—কল্পতরবঃ (কৃষ্ণপ্রেমফলদাতারঃ এব), ভূমিঃ চিন্তামণিগণময়ী (বিবিধ-চিন্ময়বাঞ্ছাপূরক-রত্নপূর্ণা এব), তোয়ম্—অমৃতং, কথা—গানং, গমনমপি নাট্যং [এব], বংশী—প্রিয়সখী [এব], পরং জ্যোতিঃ (চন্দ্রসূর্য্যাদিঃ) অপি চিদানন্দং (তন্ময়ং), তৎ অপি আস্বাদ্যং (তেষাং সর্ব্বমেব জড়ভাবরহিতং অপ্রাকৃতং কৃষ্ণৈক-ভোগ্যমিত্যর্থঃ)।

মধ্য, ৮ম পঃ ১৩৭ সংখ্যায় বৃন্দাবন-শব্দের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৮। বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং (গোপীনাং) চরণভূষণং চিন্তামণিঃ [এব], শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ (শৃঙ্গারার্থং বেশবিন্যাসায় কুসুমবিটপিনঃ) সুরাণাং তরবঃ (কল্পদ্রুমাঃ এব), কামধেনুবৃন্দানি [এব] ব্রজধনং (গোকুলবাসিনাং ধনং) ; অহো [বৃন্দাবনস্য] বিভূতিঃ (অতুলনীয়-মহৈশ্বর্য্যমপি) সুখসিন্ধুঃ (আনন্দামৃতসমুদ্রঃ এব)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৮। শ্রীবৃন্দাবন-ব্রজাঙ্গনাদিগের চরণভূষণই চিন্তামণি, লীলানুকূল সকল-পুষ্পতরুই কল্পবৃক্ষ (সুরতরু) এবং কামধেনুই ব্রজের পরম-ধন। এই সকলের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন-বিভূতি পরমানন্দ-স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

২৩৫-২৩৮। প্রভু রাধাপ্রেমাবেশে রাধিকা-মূর্ত্তি প্রকাশ

রসবিরোধ-ভয়ে দূর হইতে নিতাইর প্রভুকে স্তব ঃ—

নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ ।
নিকটে না আইসে, রহে কিছু দূরদেশ ॥ ২৩৬ ॥

নিতাই না আসায় প্রভুর আবেশ ও কীর্ত্তন আর থামে না ঃ—

নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন ।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন ॥ ২৩৭ ॥

স্বরূপের কৌশলে প্রভুর বহির্দ্দশা ঃ—

ভঙ্গি করি' স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল ।
ভক্তগণের শ্রম দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ॥ ২৩৮ ॥

উপবনে গিয়া সকলের বিশ্রামান্তে মধ্যাহ্নস্নান ঃ—

সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে ।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা মধ্যাহ্ন-স্নানে ॥ ২৩৯ ॥

লক্ষ্মী ও জগন্নাথের প্রচুর প্রসাদ-সংগ্রহ ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার ।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥ ২৪০ ॥

ভক্তগণসহ প্রসাদ-সেবন ; সন্ধ্যা-স্নানান্তে জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

সবা লঞা নানা-রঙ্গে করিলা ভোজন ।
সন্ধ্যা স্নান করি' কৈল জগন্নাথ-দরশন ॥ ২৪১ ॥

৮ দিন জগন্নাথ-দর্শনমুখে নৃত্য-কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণসহ নরেন্দ্রে জলকেলি ও উদ্যান-ভোজন ঃ—

জগন্নাথ দেখি' করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ॥ ২৪২ ॥
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন-ভোজন ।
এইমত ক্রীড়া কৈল প্রভু অষ্টদিন ॥ ২৪৩ ॥

জগন্নাথের পুরীতে পুনর্যাত্রা ঃ—

আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয় ।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ ২৪৪ ॥

পূর্ব্ববৎ নৃত্য-গীত ঃ—

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ২৪৫ ॥

পাহাণ্ডিকালে পট্টডোরী আংশিক ছিন্ন ঃ—

জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু-বিজয় হইল ।
এক গুটি পট্টডোরী তাঁহা টুটি' গেল ॥ ২৪৬ ॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি-ফুটি যায় ।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥ ২৪৭ ॥

প্রতিবর্ষে জগন্নাথের জন্য সপুত্র সত্যরাজকে পট্টডোরী আনিতে আদেশ ঃ—

কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খাঁন ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥ ২৪৮ ॥
"এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান ।
প্রতিবৎসর আনিবে 'ডোরী' করিয়া নির্ম্মাণ ॥" ২৪৯ ॥

দৃঢ়ভাবে নির্ম্মাণ জন্য ছিন্ন পট্টডোরীর নিদর্শন-প্রদান ঃ—

এত বলি' দিল তাঁরে ছিণ্ডা পট্টডোরী ।
'ইহা দেখি' করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি' ॥ ২৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিলেন দেখিয়া অধিকার-বিরোধ-প্রযুক্ত প্রভু নিত্যানন্দ দূরে রহিলেন ; স্বরূপ-গোস্বামী ভঙ্গিক্রমে প্রভুর ভাবাবেশ ভঙ্গ করাইলেন।

২৪০-২৪১। কোন কোন বিটল (ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড) ব্যক্তি লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদ পাইতে বিতর্ক করেন। এস্থলে দেখুন,—শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তগণ লইয়া সেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, লক্ষ্ম্যাদি সমস্ত শক্তিই শ্রীভগবানের পরিচারিকা। যখন যে-ভক্তগণ তাঁহাদিগকে সুখাদ্যদ্রব্য অর্পণ করেন, শক্তিগণ স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিয়া সেবন করেন। এতন্নিবন্ধন ভগবদ্দাসদাসীর প্রসাদান্ন 'ভগবৎপ্রসাদান্ন' বলিয়াই সর্ব্বদা সেবনীয়। এস্থলে আরও একটু বিচার্য্য বিষয় রহিল ;—মায়াবাদী নাস্তিকদিগের নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য ভগবৎ-শক্তিগণ গ্রহণ করেন কি না, ইহা ঘোর সন্দেহের বিষয়। সুতরাং ভগবদ্দাসদাসীর প্রতি শুদ্ধবৈষ্ণবার্পিত নিবেদিতান্ন সেবন করাই বৈষ্ণবদিগের যোগ্য।

২৪৪। ভিতর-বিজয়—গুণ্ডিচা-মন্দিরে রত্নবেদী হইতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা—এই তিন মূর্ত্তি জগমোহনে থাকিলে তাঁহাদিগকে একসময়ে রথে তোলা হয়। রত্নবেদী হইতে নামিয়া তাঁহারা জগমোহনে যে-কাল পর্য্যন্ত থাকেন, তাহারই নাম—'ভিতর-বিজয়'।

২৪৯। যে-সকল পট্টডোরীদ্বারা শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের পাণ্ডুবিজয় হয়, সেই সকল ডোরী বহুদেশ হইতে আসিত ও আসিয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কুলীনগ্রামের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে পট্টবস্ত্র-নির্ম্মাণের স্থান থাকায় পট্টডোরী আনিতে রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খাঁনকে প্রভু যজমানরূপে নিযুক্ত করিলেন।

অনুভাষ্য

২৩৭। রহে—থামে বা বিরাম লাভ করে।

২৪৫। ভিতর-বিজয়—পুনর্যাত্রায় শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রত্যাগমনজন্য যাত্রা। গুণ্ডিচা-মন্দির হইতে বহির্বিজয় করিয়া পুনরায় মন্দিরাভিমুখে গমন।

২৫০। ছিণ্ডা (উৎকল-ভাষা)—ছিন্ন।

জগন্নাথের পট্টডোরী—অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণুরই অর্চ্চা ঃ—

এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ'-অধিষ্ঠান।

দশ-মূর্ত্তি হঞা যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥" ২৫১ ॥

শ্রীজগন্নাথের জন্য পট্টডোরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক আনয়নের সেবা-লাভে উভয়ের আনন্দ ঃ—

ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ, রামানন্দ।

সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ ॥ ২৫২ ॥

তদবধি প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচায় তাঁহাদের পরমানন্দে পট্টডোরী-আনয়ন ঃ—

প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে।

পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥ ২৫৩ ॥

জগন্নাথের রত্নবেদীতে আরোহণ, প্রভুর সগণে গৃহগমন ঃ—

তবে জগন্নাথ যাই' বসিলা সিংহাসনে।

মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে ॥ ২৫৪ ॥

ভক্তগণকে হেরাপঞ্চমী-প্রদর্শন ও ব্রজলীলা ঃ—

এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।

ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥ ২৫৫ ॥

চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অনন্ত, অপার।

'সহস্র-বদন' যার নাহি পায় পার ॥ ২৫৬ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রা-দর্শনং নাম চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫১। 'শেষ'-অধিষ্ঠান—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান ; দশমূর্ত্তি, —আদি, ৫ম পঃ ১২৩-১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২৫৬। আদি, ১০ম পঃ ১৬২-১৬৩ এবং ১৭শ পঃ ২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—রথযাত্রা পরিসমাপ্তি হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্প-তুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্প-তুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে 'যোঽসি সোঽসি'-মন্ত্রে পূজা করিলেন। তাহার পর অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসব-দিবসে প্রভু সগণে গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া-দশমী-দিবসে লঙ্কাবিজয়োৎসবে নিজ ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দপ্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য যাত্রা দেখিয়া সমাগত ভক্তদিগকে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু রামদাস, দাস-গদাধর প্রভৃতি কয়েকটি বৈষ্ণবের সহিত নিত্যানন্দপ্রভুকেও গৌড়দেশে পাঠাইলেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তির সহিত (শ্রীবাস-হস্তে) স্বীয় জননীর জন্য প্রসাদ-বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। রাঘবপণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, কুলীন-গ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবেরই অনেক গুণ-ব্যাখ্যানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণব-সেবায় অনুমতি দিলেন। খণ্ডবাসি-বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য (এবং সেবা-নির্দ্দেশ), সার্ব্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতিকে (দারু ও জলব্রহ্ম-সেবায় আদেশ) এবং মুরারি-গুপ্তের শ্রীরামচরণ-নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়া বাসুদেবের সম্পূর্ণ-বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনা-অনুসারে কৃষ্ণের (অনায়াসে) জগৎ-মোচন-সামর্থ্য বিচার করিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌমের ভিক্ষাগ্রহণ-সময়ে অমোঘের কিছু দুর্ব্বুদ্ধি হইলে, পরদিন প্রাতে সে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া রোগমুক্ত করত কৃষ্ণ-নামে রুচি প্রদান করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্ব-নিন্দক অমোঘকে আত্মসাৎকারী গৌরসুন্দর ঃ—

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।

অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিয়া স্বীয় নিন্দক

অনুভাষ্য

১। গৌরঃ সার্ব্বভৌমগৃহে (ভট্টাচার্য্যভবনে) ভুঞ্জন্